11722 - সূরা ‘দুখান’-এ উল্লখেতি বশিষে রাত্রি দ্বারা উদ্দশ্যে কী?

প্রশ্ন

শাবান মাসরে ১৫ তারখিরে গুরুত্বটা কী? এটা কি সইে রাত যে রাতে প্রত্যকে ব্যক্তরি আগামী বছররে ভাগ্য নর্িধারতি হয়? সূরা ‘দুখান’ উদ্ধৃত বশিষে রাত কোনটি? সইে রাতটা কি শাবান মাসরে ঐ রাত; নাকি লাইলাতুল ক্বদর?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

অর্ধ শাবানরে রাত অন্য রাতগুলোর মতোই। এ রাত সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থকেে এ মর্মে এমন কোন কছিু সাব্যস্ত হয়নি যা প্রমাণ করে যে, এ রাতে প্রত্যকে ব্যক্তরি ভাগ্য ও পরণিতি নর্িধারতি হয়।

8907 নং প্রশ্নোত্তরটি দখো যতেে পার।ে

আর আল্লাহ্ তাআলার বাণী: “নশ্চিয় আমরা একে (এই কুরআন) নাযলি করছে িএক বরকতময় রাত।ে নশ্চিয়ই আমরা সতর্ককারী। এ রাতে প্রত্যকে প্রজ্ঞাপূর্ণ নর্িদশে জারী করা হয়।”[সূরা দুখান, ৪৪:৩-৪] ইবনে জাররি আত্তাবারী (রহঃ) বলনে: এ রাতটি বছররে কোন রাত তা নয়িে তাফসরিকারগণ মতভদে করছেনে। কউে বলছেনে: সটেি লাইলাতুল ক্বদর। কাতাদা থকেে বর্ণতি আছ,ে সটেি লাইলাতুল ক্বদর। অন্য তাফসরিকারগণ বলছেনে: সটেি অর্ধ শাবানরে রাত। তাবারী বলনে: এ ক্ষত্রেে সঠকি অভমিত হল যারা বলছেনে: সটেি লাইলাতুল ক্বদর।[তাফসরিে তাবারী (১১/২২১)]

আর আল্লাহ্ বাণী: “এ রাতে প্রত্যকে প্রজ্ঞাপূর্ণ নর্িদশে জারী করা হয়।”

সহহি বুখারীতে এর ব্যাখ্যা করতে গয়িে ইবনে হাজার (রহঃ) বলনে: অর্থ হচ্ছ— এ রাতে ঐ বছররে বধিানগুলো নর্িধারণ (তাকদীর) করা হয়। যহেতেু আল্লাহ্ তাআলা বলছেনে: “এ রাতে প্রত্যকে প্রজ্ঞাপূর্ণ নর্িদশে জারী করা হয়”। ইমাম নববী বলনে: আলমেগণ বলনে, এ রাতকে লাইলাতুল ক্বদর বলা হয়, যহেতেু এ রাতে ফরেশেতারা তাকদীরগুলো লপিবিদ্ধ করনে। দললি হল আল্লাহ্র বাণী: “এ রাতে প্রত্যকে প্রজ্ঞাপূর্ণ নর্িদশে জারী করা হয়”। এটি আব্দুর রাজ্জাক ও অন্যান্য তাফসরিকারগণ মুজাহদি, ইকরমিা, কাতাদা প্রমুখ থকেে সহহি সনদে বর্ণনা করছেনে। তুরবাশতি বলনে: قَدْر শব্দটি সাকনি দয়িে উদ্ধৃত হয়ছে; যদওি বহুল প্রচলতি হচ্ছ-ে قضاء (নয়িতি) এর সমার্থক শব্দ قَدَر এর ‘দাল’ হরফে যবর দয়িে পঠন; সটো এ কারণে য,ে এখানে এর দ্বারা তাকদীর (নর্িধারণ) উদ্দশ্যে নয়; বরং উদ্দশ্যে হচ্ছ-ে পূর্বইে যা তাকদীর (নর্িধারণ)

করা হয়ছে সটোর বস্তিারতি ববিরণ দওেয়া এবং ঐ বছররে জন্য সটো প্রকাশ করা ও সীমাবদ্ধ করা; যাতে করে ঐ বছররে যতটুকু তাকদীর ততটুকু সে রাতে তাদরে কাছে নাযলি হয়ে যায়।

লাইলাতুল ক্বদররে রয়ছে মহান মর্যাদা; যে ব্যক্তি ঐ রাতে নকে আমল করে ও আমল করার জন্য প্রাণান্তকর চষ্টো করে তার জন্য।

আল্লাহ্ তাআলা বলনে: "নশ্চিয় আমরা তা (কোরআন) লাইলাতুল ক্বাদর-এ (মর্যাদার রাতে) নাযলি করছে। আপনি কি জাননে, লাইলাতুল ক্বাদর কি? (তার মর্যাদা কত?)। লাইলাতুল ক্বাদর হাজার মাসরে চয়েে শ্রষ্ঠে। তাতে (এ রাতে) ফরেশেতারা এবং জবিরাঈল তাদরে প্রভুর অনুমতক্রিমে প্রতটিি নর্দিশে নয়িে নমেে আস। (সারারাত জুড়ে মুমনি বান্দাদরে জন্য আল্লাহ্র পক্ষ থকেে বরিাজ করে) শান্ত; এ রাত (রাতরে এই মর্যাদা) ঊষার আবর্ভিাব পর্যন্ত থাক।"[সূরা ক্বাদর, ৯৭:১-৫] এ রাতরে মর্যাদার ব্যাপারে অনকে হাদসি বর্ণতি হয়ছে। যমেন ইমাম বুখারী (রহঃ) আবু হুরায়রা (রাঃ) থকেে তনিি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থকেে বর্ণনা করনে য, "যে ব্যক্তি ঈমানরে সাথে ও সওয়াবপ্রাপ্তরি আশা নয়িে লাইলাতুল ক্বাদরে কয়িাম পালন করবে তার পূর্বরে সকল গুনাহ মাফ করে দওেয়া হব। আর যে ব্যক্তি ঈমানরে সাথে ও সওয়াব প্রাপ্তরি আশা নয়িে রমযানে সয়িাম পালন করবে তার পূর্বরে সকল গুনাহ মাফ করে দওেয়া হব।"[সহহি বুখারী, কতিাবুস সওম, (১৭৬৮)]

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।